কারেন্ট ইস্যু

৬

এপ্রিল ২০০৯

এক নজরে

বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তি পরিচিতি

কারেন্ট ইস্যু

আমাকে রাখে সময়োপযোগী

www.currentissuebd.com

বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তি পরিচিতি

- **হযরত মুহাম্মদ (সা) (৫৭০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ):** মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আরবের মক্কা নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট (১২ রবিউল আউয়াল) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মিথ্যা বলতেন না বলে বালক বয়সেই তাঁর উপাধি দেয়া হয় 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী এবং আসসাদিক বা সত্যবাদী। চল্লিশ বছর বয়সে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয় আল্লাহর বাণী। এরপর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয় সমগ্র কুরআন মাজীদ। মুহাম্মদ (সা) সুদীর্ঘ তেইশ বছর ইসলাম প্রচার এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সফল প্রচার, ব্যক্তিত্ব, গুণাবলী ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যের কারণে বিশাল ভূ-ভাগ মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন, হিজরি ১১ সালের ১২ রবিউল আউয়াল মহামানব হযরত মুহাম্মদের (সা) ওফাত হয়।
- **সম্রাট অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৬৩-২৩২):** মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় বসে প্রথমেই তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে সম্রাট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন অহিংসা ও ভালোবাসার মন্ত্র। অশোকের রাজত্বকাল ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে তিনি মারা যান।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
এ কে ফজলুল হক	শেরে বাংলা	বাংলাদেশ
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি	বাংলাদেশ
জসীমউদ্‌দীন	পল্লী কবি	বাংলাদেশ

- **আলেকজান্ডার (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৫-৩২৩):** গ্রিসের মেসিডোনিয়া রাজ্যের রাজা ও দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার পিতা ফিলিপের মৃত্যুর পর ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান দখল করে ভারতে প্রবেশ করেন। সিন্ধু নদীর পূর্ব-তীরে পুরু রাজার সাথে তার যুদ্ধ হলে রাজা পরাজিত হন। কিন্তু আলেকজান্ডার পুরু রাজার বীরত্বে খুশি হয়ে তাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। আলেকজান্ডারের অভিযানের কারণেই ভারতের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম যোগাযোগ ঘটলেও মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি ব্যাবিলনে মারা যান ।
- **আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ):** প্রথম জীবনে তিনি একজন আইনবিদ ছিলেন। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট (১৮৬১-৬৫) হন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করেন। ১৮৬৫ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।
- **আর্কিমিডিস (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭-২১২):** গ্রিক অঙ্কশাস্ত্রবিদ, পদার্থবিদ ও আবিষ্কারক। খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে সম্ভবত তিনি সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউসে জন্মগ্রহণ করেন। রোমক বাহিনী খ্রিস্টপূর্ব ২১২ অব্দে সিসিলি দখল করে। রোমের সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ ছিল আর্কিমিডিসকে জীবিত গ্রেপ্তার করার, কিন্তু জনৈক সৈন্য তাকে চিনতে না পেরে হত্যা করে। পদার্থবিদ্যায় 'আর্কিমিডিসের নীতি' তার এক অসাধারণ অবদান।
- **আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ):** বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির উলম শহরে জন্ম। 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতাবাদ প্রণেতা বিশ্ববিখ্যাত জার্মান এই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
সূর্যসেন	মাস্টার দা	বাংলাদেশ
জয়নুল আবেদিন	শিল্পাচার্য	বাংলাদেশ
জেনারেল এম এ জি ওসমানী	বঙ্গবীর	বাংলাদেশ
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	কায়েদ-এ- আযম	পাকিস্তান
লিয়াকত আলী খান	কায়েদ-এ- মিল্লাত	পাকিস্তান
খান আবদুল গফফার খান	সীমান্ত গান্ধী/বাদশাহ খান	পাকিস্তান

- **অ্যান্থনি মাসকারেনহাস:** ১৯৮৬ সালে লোকান্তরিত বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকবাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতা তার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি ব্রিটেনের ন্যাশনাল প্রেস প্রাইজ লাভ করেন। 'দি রেপ অব বাংলাদেশ' তার বিখ্যাত গ্রন্থ।
- **আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি (১৯০১-১৯৮৯):** বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মীয় নেতা। শাহের গণবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করার ফলস্বরূপ তিনি ১৫ বছর প্যারিসে নির্বাসিত থাকেন। নির্বাসনে থাকাকালীন তিনি শাহ বিরোধী গণআন্দোলন এবং ইসলামী বিপ্লব গড়ে তোলেন। এই ইসলামী বিপ্লবের মুখে শাহ সপরিবারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। শাহের উচ্ছেদের পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের কঠোর চ্যালেঞ্জের মুখে ইরানকে বিশ্বের একমাত্র ইসলামী প্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৮৯ সালের ৩ জুন তিনি ইন্তেকাল করেন।
- **আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ):** ১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে কিজেলগুর নামে বিশেষ এক ধরনের শৈবালযুক্ত মাটির জৈব মোড়ক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ১৮৬৭ সালে তার এ উদ্ভাবন ডিনামাইট নামে পেটেন্ট হয়। তিনি ডিনামাইট সূত্রে অর্জিত সমুদয় অর্থ উইল করেন। এ অর্থ দিয়েই নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর সানরেমো নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- **ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ):** ওয়ালিউদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে খালদুন ১৩৩২ সালে উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে ইতিহাস ও ইতিহাসের তত্ত্ব সম্পর্কে রচিত 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে। তিনি ১৪০৬ সালে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
দাদাভাই নওরোজী	গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান অব ইন্ডিয়া	ভারত
বাল গঙ্গাধর তিলক	লোকমান্য	ভারত
গিয়াসউদ্দীন বলবন	মহান শাসক	ভারত
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	মহাত্মা/ বাপুজী	ভারত

- **ইয়াসির আরাফাত (১৯২৯-২০০৪):** ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত ১৯২৯ সালের ২৪ আগস্ট মিশরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরব বিশ্বে 'The Great Survivor' বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালে পিএলও'র চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্তপ্রতীক, মুক্তির অগ্রদূত ইয়াসির আরাফাত ১১ নভেম্বর ২০০৪ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
- **ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ):** ইন্দিরা গান্ধী ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর ভারতের এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জওহরলাল ও কমলা নেহেরুর একমাত্র কন্যা ও ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (জানুয়ারি ১৯৬৬; মার্চ ১৯৭৭; জানুয়ারি ১৯৮০; অক্টোবর ১৯৮৪) ছিলেন। তিনি ১৯৬৬-৭৭ এবং ১৯৮০-৮৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার নেতৃত্বে ভারত ১৯৭৪ সালে বিশ্বের ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং ১৯৮০ সালে মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপণ করে। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দু'জন শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে তিনি নিহত হন।
- **ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ):** ইবনে বতুতা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক। তিনি মওলানা বদরুদ্দীন এবং শামসুদ্দীন নামেও পরিচিত ছিলেন। তার জন্মস্থান আফ্রিকার তানজিয়ে। তিনি ১৩২৫-১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। মুহাম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৩৩ সালে তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন এবং ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের নানা অঞ্চল ভ্রমণ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
জওহরলাল নেহেরু	চাচা/পণ্ডিতজী	ভারত
সুভাষচন্দ্র বসু	নেতাজী	ভারত
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	বাংলার বাঘ	ভারত
রণজিৎ সিং	পাঞ্জাবের সিংহ	ভারত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি/কবিগুরু	ভারত
চিত্তরঞ্জন দাস	দেশবন্ধু	ভারত
ডিউক অব ওয়েলিংটন	আইরন ডিউক	যুক্তরাজ্য

- **ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ):** ইবনে সিনা ছিলেন বিখ্যাত ইরানি চিকিৎসক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, গণিতবিদ, ভাষাবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা। এমনকি কবি হিসেবেও তার খ্যাতি রয়েছে। ইবনে সিনার পুরো নাম আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বুখারার নিকটবর্তী আফসানায় জন্মগ্রহণ করেন। 'কানুন ফিত-তিব্ব' (Canon of Medicine) নামে চিকিৎসাবিষয়ক বিশাল বিশ্বকোষ ইবনে সিনার অমর কীর্তি। তিনি চিকিৎসাবিষয়ক ১৬টি বই, দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক ৬৮টি বই এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ১১টি বই ছাড়াও ৪টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১০৩৭ সালে পরলোকগমন করেন। তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।
- **উইনস্টন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ):** অসাধারণ বাগ্মী, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, সৈনিক ও লেখক স্যার উইনস্টন লেনার্ড স্পেন্সার চার্চিল লেখাপড়া করেন ব্রাইটন এবং হ্যারো শহরে। উদারনৈতিক দল, রক্ষণশীল দল ও টোরি দলের হয়ে একাধিকবার পার্লামেন্ট সদস্য ও মন্ত্রী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিল যুদ্ধাস্ত্রমন্ত্রী এবং যুদ্ধের পরে যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ এবং পরে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ও নাইট উপাধি লাভ করেন।
- **এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২):** এথেন্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রিক দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও কবি। এরিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, জীববিদ্যা, রাজনীতি, বায়ুবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। 'পলিটিক্স' তার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তার মৃত্যু হয়।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
মার্গারেট থ্যাচার	লৌহমানবী	যুক্তরাজ্য
রাজা রিচার্ড প্রথম	সিংহ হৃদয়	যুক্তরাজ্য
জর্জ বার্নার্ড শ'	জি বি এস	যুক্তরাজ্য
আলফ্রেড দ্য গ্রেট	আইনের শাসক	যুক্তরাজ্য

- **ওমর খৈয়াম (১০৫০-১১২৪ খ্রিস্টাব্দ):** পারস্যের মরমী কবি। গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ। 'রুবাইয়াত' গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত।
- **কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ):** জার্মান দার্শনিক ও সমাজতন্ত্রবিদ কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের ওপর বহু পুস্তক রচনা করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস ক্যাপিটাল'। সাম্যবাদ তার মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত।
- **কনফুসিয়াস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯):** প্রাচীন চীনের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ, নীতিবিদ এবং দার্শনিক কনফুসিয়াস লু রাষ্ট্রের চৌ শহরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চীনে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত কনফুসিয়াসের মতবাদ রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কনফুসিয়াসের মতবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চীনাদের প্রভাবিত করেছে। এ প্রাচীন চীনা দার্শনিক মৃত্যুবরণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ অব্দে। এখনো কনফুসিয়াসের মতবাদ নতুন নতুন ব্যাখ্যার জন্ম দেয়।
- **গৌতম বুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩-৫৪৩):** সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে। তার পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন, তিনি শাক্যদের রাজা ছিলেন। পুত্রের জন্মের সপ্তম দিবসে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সারথি (অর্থাৎ রথের চালক) ছন্দককে সাথে নিয়ে চিরকালের জন্য রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন। তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে ৩৫ বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বা বুদ্ধপূর্ণিমায় রাতের প্রথম প্রহর থেকে ধাপে ধাপে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বছর আপন ধর্ম ও দর্শন জগতে প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে কুশীনারায় (বর্তমান কসয়া, জেলা গোরখপুর, ভারত) মল্লদের শালবনে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহা পরিনির্বাণ লাভ করেন।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
রজার বেকন	আধুনিক বিজ্ঞানের জনক	যুক্তরাজ্য
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	লিটল করপোরাল/ ম্যান অব দ্য ডেসটিনি	ফ্রান্স
জিওফ্রে চসার	ইংরেজি কাব্যের জনক	যুক্তরাজ্য
স্যার ওয়াল্টার স্কট	উত্তরের জাদুকর	যুক্তরাজ্য
রানী প্রথম এলিজাবেথ	ভার্জিন কুইন	যুক্তরাজ্য
উইলিয়াম শেক্সপিয়র	বার্ড অব অ্যাভো	যুক্তরাজ্য
জেনারেল রোমেল	ডেজার্ট ফক্স	যুক্তরাজ্য
ড. আহমেদ সুকর্ন	বাঙকার্নো	ইন্দোনেশিয়া

- **গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রিস্টাব্দ):** রেনেসাঁ যুগের ইতালীয় বিজ্ঞানী। তাকে আধুনিক পরীক্ষণ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক গ্যালিলিও শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে ১৬৪২ সালে মারা যান। তাকে ফ্লোরেন্স নগরীতে সমাহিত করা হয়।
- **চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ):** ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক। বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতা। 'অরিজিন অব স্পেসিজ'-এর লেখক।
- **চে গুয়েভারা: (১৯২৮-১৯৬৭)** আর্জেন্টিনায় জন্ম। কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের অগ্রপথিক। বলিভিয়ায় বিপ্লব পরিচালনার সময় ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে সরকারি সৈন্যদের হাতে নিহত হন।
- **জ্যাঁ-জ্যাঁক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ):** ফরাসি বিপ্লবের অগ্রপথিক রুশোর জন্ম ১৭১২ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। দার্শনিক রুশোর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কনফেসানস', 'ডিসকোর্স অন পলিটিক্যাল ইকোনমি', 'এমিল'।
- **জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ):** বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের জীবনচক্র প্রমাণ এবং প্রথম মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ওপর সফল গবেষণা চালান। এর ভিত্তিতে পরে রেডিও উদ্ভাবন করেন। ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ফরিদপুর জেলায় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম। ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর তার মৃত্যু হয়।
- **জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৮-১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ):** ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিশ্ব শান্তির পথিকৃৎ এবং পঞ্চশীল নীতির অন্যতম প্রণেতা নেহেরু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
আহমদ শাহ্ মাসুদ	শের-ই পানসির	আফগানিস্তান
আইজেন হাওয়ার	আইক	যুক্তরাষ্ট্র
অব্রাহাম লিঙ্কন	আবি	যুক্তরাষ্ট্র
প্রিন্স বিসমার্ক	আধুনিক জার্মানির জনক	জার্মানি
এডলফ হিটলার	ফুয়েরার	জার্মানি
জোয়ান অব আর্ক	মেইড অব অরলিন্স	ইতালি
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল	লেডি উইথ দি ল্যাম্প	ইতালি

- **জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ):** সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৭৮৯-৯৭)। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় (১৭৭৬-১৭৮৩) তিনি সেনাধ্যক্ষ ছিলেন।
- **জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ):** ১৬০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলছাত্র থাকাকালে মিল্টন নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি লাতিন, গ্রিক, হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৬২৬ সালে কলেজে পড়ার সময় তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ছাত্রাবস্থায় রচিত 'On The Morning of Christ's Nativity' (১৬২৯) ও 'On Shakespeare' (১৬৩০) রচনায় তার কবিপ্রতিভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়রের পরেই জন মিল্টনের স্থান। তার কালজয়ী মহাকাব্য 'Paradise Lost'-এর জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন।
- **নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ):** সুভাষচন্দ্র বসু নেতাজি নামেই অনুরাগীদের কাছে পরিচিত। তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রচণ্ড দমননীতির আঘাতে নিপীড়িত বাঙালি সমাজে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটান। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি উড়িষ্যার কটকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে নেতাজি পরপর দু'বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তিনি সাইগন থেকে মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান বলে ধারণা করা হয়। তবে তার মৃত্যুর কারণ ও সময়ক্ষণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

প্রকৃত নাম	উপাধি/ উপনাম	দেশ
হেরোডোটাস	ইতিহাসের জনক	গ্রিস
হোমার	ব্লাইন্ড বার্ড	গ্রিস
জর্জ ক্লেসেন্ড	টাইগার	ফ্রান্স
রানী ক্লিওপেট্রা	সার্পেন্ট অব দ্য নাইল	মিশর
উম্মে কুলসুম	আরবের নাইটিঙ্গেল	মিশর
মোস্তফা কামাল পাশা	আতাতুর্ক/গ্রে উলফ	তুরস্ক
নিকিতা ক্রুশ্চেভ	মি.কে	রাশিয়া
গুয়েভারা	চে	আর্জেন্টিনা
হো চি মিন	আঙ্কেল হো	ভিয়েতনাম
ডা. উইলিয়াম ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড	হার্ট সার্জন	দ. আফ্রিকা

- **নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-):** বর্ণবাদ বিরোধী অবিসংবাদিত নেতা নেলসন রোলিহলাহা ম্যান্ডেলা (ডাক নাম ম্যাদিবা) ১৯১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকেই শহরের আমতাতা (Umtata) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘদিনের শ্বেতাঙ্গশাসন ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সাহসী রাজনৈতিক সংগ্রামই আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান নোবেল বিজয়ী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর সরকার তাকে মুক্তি দেয়। ম্যান্ডেলা ১৯৯৪ সালের ১০ মে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালে তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অবসর নেন।
- **নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ):** পোলিশ জ্যোতির্বিদ। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের ঘূর্ণয়নের মতবাদ তিনিই প্রথম প্রদান করেন। মিশরীয় জ্যোতির্বিদ টলেমির ধারণা- 'পৃথিবী স্থির, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ-এর চতুর্দিকে ঘুরছে' এ তথ্য তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।
- **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রিস্টাব্দ):** ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নেতা, সেনাপতি ও ফ্রান্সের বিপ্লবকালের সম্রাট নেপোলিয়ন ব্রিটেন, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু ওয়াটার লুর যুদ্ধে ১৮১৫ সালে ব্রিটেনের নিকট পরাজিত হন এবং সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত থেকে মৃত্যুবরণ করেন।
- **প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭):** গ্রিক দার্শনিক প্লেটো সক্রেটিসের ছাত্র এবং এরিস্টটলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রকে সকল সময় ঘৃণা করতেন। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দি রিপাবলিক', 'স্টেটসম্যান' ও 'ডায়ালগস' উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন স্থানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ

ব্যক্তি	স্থান
হযরত মুহাম্মদ (সা)	মক্কা (সৌদি আরব)
হযরত শাহজালাল (র)	সিলেট (বাংলাদেশ)
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	বিক্রমপুর (বাংলাদেশ)
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	চাখার (বাংলাদেশ)
রাবেয়া বসরি	বসরা (ইরাক)

- **ফেরদৌসী (৯৩৪-১০২০ খ্রিস্টাব্দ):** পারস্যের বিখ্যাত কবি, 'শাহনামা'র রচয়িতা। গজনীর সুলতান মাহমুদের দরবারের কবি ছিলেন।
- **ফিদেল ক্যাস্ট্রো (১৯২৭-):** কিউবার ফিলজেনসিও বাটিসটা সরকারকে দীর্ঘ ছয় বছর গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৪৯ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ৮১ বছর বয়সে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ স্বেচ্ছায় কিউবার প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।
- **বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ):** জার্মান রাজনীতিবিদ, প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী (১৮৬২), উত্তর জার্মানি ফেডারেশনের চ্যান্সেলর (১৮৬৭), জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চ্যান্সেলর (১৮৭১-১৮৯০)। তাকে জার্মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
- **বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ):** বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক, সাহিত্যিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ। তিনি ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 'ম্যারেজ অ্যান্ড মোরাল', 'দ্য প্রিন্সিপলস অব ম্যাথমেটিক্স', 'হিউম্যান নলেজ' ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- **ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ):** সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের নায়ক। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- **মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-১৯৬৮খ্রিস্টাব্দ):** আমেরিকার নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা। ১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালের ৫ এপ্রিল গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

ব্যক্তি	স্থান
হারুন-অর-রশিদ	বাগদাদ (ইরাক)
মহাবীর	উজ্জয়িনী (ভারত)
মহামতি আলেকজান্ডার	মেসিডোনিয়া
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শান্তি নিকেতন (ভারত)
মহাত্মা গান্ধী	সাবরমতি (ভারত)

- **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ):** ভারতের জনক। অহিংস আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। নাথুরাম গডসে কর্তৃক ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে নিহত হন। তিনি মহাত্মা গান্ধী নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।
- **মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ):** দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে তার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।
- **মোস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ):** কামাল আতাতুর্ক নামে পরিচিত কামাল পাশা ছিলেন আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা ও তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি তুরস্কে ইসলামী আইন-কানুনের পরিবর্তে পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রচলন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় তার ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ দেশবাসী তাকে 'আতাতুর্ক' (তুর্কদের জনক) উপাধিতে ভূষিত করে।
- **মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ):** ইতালির ফ্যাসিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসক মুসোলিনি ১৯১৯ সালে ফ্যাসিস্ট দল গঠন করেন। ১৯২২ সালে তিনি রোম অবরোধ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯২৬ সালে নিজ দল ব্যতীত অন্যসব দলের অবলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং ১৯৪০ সালের ১০ এপ্রিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অবশেষে বন্দি হন। ১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর কমিউনিস্টরা তাকে গুলি করে হত্যা করে।
- **মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ):** ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৩, ১৯৩৯, ১৯৪৬) ছিলেন।

ব্যক্তি	স্থান
ইমাম হোসাইন (রা)	কারবালা (ইরাক)
মাদার তেরেসা	আলবেনিয়া
প্রিন্সেস ডায়ানা	আলমা ট্যানেল (ফ্রান্স)
সুলতান মাহমুদ	গজনি (ইরান)
শেক্সপিয়র	অ্যাভন (যুক্তরাজ্য)

- **মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ):** চীনের মহান নেতা মাও সেতুং প্রথম জীবনে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৫ সালে সাড়ে সাত হাজার মাইল দীর্ঘ লং মার্চের সময় তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত চীনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।
- **মাদার তেরেসা (১৯১০-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ):** মাদার তেরেসার জন্ম যুগোশ্লাভিয়ায় ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট। ১৯২৮ সালে তিনি কোলকাতায় আগমন করেন। তিনি একাধারে কোলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটিজের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবিকা এবং দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৯ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে তার জীবনাবসার ঘটে।
- **ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ):** রুশ ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার এবং নাট্যকার। 'মা' (মাদার) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- **মার্গারেট থ্যাচার (১৯২৫-):** ১৯৭৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার রক্ষণশীল দল 'টোরি' পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তার সময়ই ব্রিটেন ফকল্যান্ড যুদ্ধে (১৯৮২) জড়িয়ে পড়ে। তিনি পরপর তিনবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। বিশ্বরাজনীতিতে তিনি 'লৌহমানবী' নামে পরিচিত।
- **রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ):** হুগলি জেলায় রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ সালের ২২ মে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। ১৮০৩ সালে একেশ্বরবাদ নিয়ে আরবি ও ফারসি ভাষায় লেখা রামমোহন রায়ের প্রথম বই প্রকাশিত হয়। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় কোলকাতায় চলে আসেন। শুরু হয় তার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই। তিনটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন তিনি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তিনি ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মসমাজ। তার চাপের মুখেই আইন করে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা বাতিল করা হয়। ব্রিস্টলে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ):** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে কবি তার গীতাঞ্জলি (১৯১০) কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জীবনের শেষদিকে রচিত 'রক্ত করবী' (১৯৩৩)-কে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) জোড়াসাঁকোর নিজ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

- **কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ):** ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৫ মে, ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা' ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। "মায়ভূখা হু" ও "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতা লেখার কারণে তিনি ১৯২২ সালে কারাবরণ করেন। তিনি বিদ্রোহী কবি ও জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ (২৯ আগস্ট, ১৯৭৬) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মারা যান।
- **লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ):** ইতালীয় রেনেসাঁসের কালজয়ী চিত্রশিল্পী। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একাধারে ভাস্কর, স্থপতি, সঙ্গীতজ্ঞ, সময়যন্ত্রশিল্পী এবং বিশ শতকের বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্য জনক। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্ম ফ্লোরেন্সের অদূরবর্তী ভিঞ্চি নগরের এক গ্রামে, ১৪৫২ সালের ২৫ এপ্রিল। 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি তার প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তিনি ১৫১৯ সালের ২ মে মৃত্যুবরণ করেন।
- **শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ):** ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়র ১৫৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল স্ট্যাটফোর্ড অন অ্যাভন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 'ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনি' নামক কবিতা প্রকাশের মাধ্যমেই ১৫৯৩ সালে তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হন। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'জুলিয়াস সিজার', 'ম্যাকবেথ', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'হ্যামলেট', 'অ্যান্টনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল তার জীবনাবসান ঘটে।
- **সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪-৩০০):** ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ভারতের প্রথম সম্রাট। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মহীশূরের শ্রবণ বেলাগোলা নামক স্থানে জৈনধর্ম অনুসারে উপোস করার ফলে তার মৃত্যু হয়।

ব্যক্তি	স্থান
নেপোলিয়ন	ওয়াটার লু (ফ্রান্স)
ভগবান কৃষ্ণ	বৃন্দাবন (ভারত)
গৌতম বুদ্ধ	লুম্বিনি (নেপাল)
যিশুখ্রিস্ট	জেরুজালেম (ফিলিস্তিন)
জওহরলাল নেহেরু	শান্তি বন (ভারত)
গুরু নানক	তালওয়ান্দি (পাকিস্তান)

- **স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ):** ভারতের একজন শিক্ষাবিদ ও মুসলিম সমাজসংস্কারক। ১৮১৭ সালের ১৭ অক্টোবর দিল্লিতে জন্ম। পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ মুত্তাকী খান। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অসামান্য। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। সৈয়দ আহমদ ১৮৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- **সান ইয়াৎ সেন (১৮৬৭-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ):** চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯২১-২২)। চীনা বিপ্লবের (১৯১১-১২) নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব। কুয়োমিনটাং জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯২ সালে হংকং থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১১ সালে চীনের সর্বশেষ সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করে জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করেন। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্ট হন এবং সরকারসহ দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- **সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯):** বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ও শিক্ষক সক্রেটিস ৪৬৯ (মতান্তরে ৪৭০) খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসের নগররাষ্ট্রে অ্যালোপেকি গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানপ্রেমিক। তিনি কোনো সমস্যা সমাধানে প্রশ্নমালা পদ্ধতিকেই গুরুত্ব দিতেন। এজন্য এ পদ্ধতিকে সক্রেটিসীয় পদ্ধতি বলা হয়। ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাকে নাস্তিকতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে হেমলক বিষপানে বাধ্য করে হত্যা করা হয়।
- **হোমার:** প্রাচীন গ্রিক কবি এবং ইউরোপের আদি কবি রূপে খ্যাত। গ্রিক ভাষায় তার নাম 'ওমোরোস' হলেও আমাদের নিকট তিনি 'হোমার' নামেই পরিচিত। বিশ্বসাহিত্যের সেরা সম্পদ 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' মহাকাব্য দু'টি তার রচনা। হোমারের জীবন, জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। হোমার অন্ধ ছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। প্রাচীন গ্রিসে হোমার জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। প্লেটো ও এরিস্টটল উভয়েই তাদের রচনায় বারংবার হোমারের কাব্যরীতির উল্লেখ করেছেন।
- **হো চি মিন (১৮৯০-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ):** ১৯৬৫ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৎকালীন উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'আঙ্কেল হো' নামেই বিশ্বে পরিচিত হন। তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিপাগল স্বাধীনচেতা ভিয়েতনামের সাহসী সৈন্যদল আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশের সৈন্যদলকে পরাজিত করে তাকে ইন্দোচীনের নব জাগরণের নায়ক হিসেবে তুলে ধরে। তিনি ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।